ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৬ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, ১৫ মে ২০২২

উপাচার্যের ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও 'ঈদ মোবারক' জানিয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি সকলের অনাবিল সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, আনন্দ ও মঙ্গল কামনা করেন।

গত ৩০ এপ্রিল ২০২২ এক শুভেচ্ছা বাণীতে উপাচার্য বলেন, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জীবনে সৌহার্দ, সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা নিয়ে আসে। সব ভেদাভেদ ভুলে এই দিনে সবাই সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে মিলিত হয়। ঈদ-উল-ফিতর সকলের মাঝে আত্মশুদ্ধি, উদারতা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে।

উপাচার্য করোনা ভাইরাস (COVID-19 Pandemic) সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিরোধে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং যতদূর সম্ভব সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ঈদ-উল-ফিতর উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে করোনামুক্ত হবে এবং দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সকলক্ষেত্রে সাফল্যের চলমানধারা নতুন শিখরে উন্নীত হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত

বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৪ এপ্রিল ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪২৯ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সকাল ৯টায় টিএসসি সম্মুখস্থ রাজু ভাস্কর্য প্রাঙ্গণ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। স্মৃতি চিরন্তন হয়ে পুনরায় টিএসসিতে গিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা শেষ হয়। ইউনেস্কো কর্তৃক 'মানবতার স্পর্শাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষিত মঙ্গল শোভাযাত্রার এবারের স্লোগান ছিল 'নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে'।

বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী সহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সর্বসাধারণ অংশগ্রহণ করেন।

পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগতরা কোন ধরনের মুখোশ পরেনি এবং ব্যাগ বহন করেনি। তবে চারুকলা অনুষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেউ ভুভুজিলা বাঁশি বাজায়নি। এছাড়া, ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধন বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধন নিশ্চিতকরণ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা গত ১৮ এপ্রিল ২০২২ সোমবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকারসহ সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধনের সার্বিক দিক নিয়ে সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয় এবং ক্যাম্পাসকে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন রাখার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে প্রত্যেক হল ও বিভাগে পরিবেশ ক্লাব গঠন, প্রক্টরিয়াল টহল টিমের সংখ্যা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা কর্মী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ইউনিফর্ম পরিধান এবং বিভিন্ন পয়েন্টে পরিবেশ বান্ধব ও দৃষ্টিনন্দন বিন স্থাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বৈসাবিসহ আদি জনপদের উৎসব উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

বৈসুক, সাংগ্রাই, বিজু, বিষু, চাংক্রান্ত ও বিহু উৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, অহমিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়সহ সকলের সুখ, শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। তিনি গত ১১ এপ্রিল ২০২২ এক শুভেচ্ছা বাণীতে বলেন, বৈসাবি উৎসবসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসব পাহাড়ি জনপদের অন্যতম প্রধান আনন্দ-উৎসব। আদিকাল থেকেই পাহাড়ে বসবাসরত সকল আদিবাসী সম্প্রদায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এসব উৎসব পালন করে আসছে। বাংলা বছরের শেষ দুই দিন ও নববর্ষের দিন এই উৎসব পালন করা হয়। এসব উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বছর আদি জনপদে নব আনন্দে জাগে মহা মিলনমেলা। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো, ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা, জলকেলিসহ আনন্দদায়ক নানা আয়োজনের এই উৎসবের মধ্য দিয়ে পুরোনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। মূলতঃ বৈসুক, সাংগ্রাই, বিজু, বিষু, চাংক্রান্ত ও বিহু উৎসবের রয়েছে এক সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িক আবেদন। এসব আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এসব ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক বলে উপাচার্য মনে করেন।

উপাচার্য তিন দিনব্যাপী আদি জনপদে এই জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের সকল আয়োজনের সফলতা কামনা করেন। নতুন বছরে সব ভেদাভেদ ভুলে সকলে সাম্য, মৈত্রী, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এসব উৎসব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জীবনে নতুন আশা ও সম্ভাবনা জাগিয়ে উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধিত হবে বলে উপাচার্য প্রত্যাশা করেন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ দ্বিতীয় মেয়াদে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ দ্বিতীয় মেয়াদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ পেয়েছেন। গত ১২ এপ্রিল ২০২২ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়। আগামী ২৭শে মে ২০২২ প্রথম মেয়াদ শেষে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের কার্যকাল শুরু হবে।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদকে দ্বিতীয় মেয়াদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দেয়ায় তিনি বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ এবং বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২৮শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে যোগদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের উইনোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে তিনি ২০০৫ এবং ২০০৯-এ পাঠদান করে খ্যাতি অর্জন করেন। ২০০৯ সালে সমাজকর্ম শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ওয়াশিংটনস্থ সিএসডব্লিউই পরিচালিত 'ক্যাথেরিন ক্যাভাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'-এর ফেলো হিসেবে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মের উচ্চশিক্ষার তুলনামূলক বিষয়ে গবেষণা করেন। গবেষণা ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন টোকিওর 'জাপান কলেজ অব সোশ্যাল ওয়ার্ক'-এ। এছাড়া, তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)'-এর উপাচার্য হিসেবে দক্ষতা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথিতযশা কবি ও শিক্ষাবিদ (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের প্রথম বৈধ সরকার- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের প্রথম বৈধ সরকার। স্বাধীনতা বিরোধী চক্র দেশের প্রথম এই সরকারের বিরুদ্ধে আঘাত হানার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। এই অপশক্তির ব্যাপারে নতুন প্রজন্মকে সতর্ক থাকতে হবে। ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৭ এপ্রিল ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভূইয়া, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি খোরশেদ আলমসহ কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের পটভূমি ও তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সাংবিধানিক ভিত্তি ও আইনী কাঠামোর আলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঐ সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং একই বছর ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী এ সরকার গঠিত হয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত এই সরকারের নেতৃত্বেই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের প্রাক্তন সুতীক্ষ্ণ মেধাবী শিক্ষার্থী ও সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৩০ এপ্রিল ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, আবুল মাল আবদুল মুহিত ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি, পরিবেশ, প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী বয়োজ্যেষ্ঠ এই রাজনীতিবিদ ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও সমাজ সংস্কারক। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বিজ্ঞ এই রাজনীতিবিদ মহান ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

উদ্ভিদবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৬ষ্ঠ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (DUBAA) -এর ৬ষ্ঠ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান গত ১৩ মে ২০২২ কার্জন হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন উড়িয়ে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

DUBAA-এর সভাপতি ড. মো. আতহার উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মিসেস মেহের আফরোজ চুমকি, এম.পি সম্মাননীয় অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন DUBAA-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আবুল বাশার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গর্বিত শিক্ষার্থী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তন গর্বিত শিক্ষার্থী। প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ, দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বে বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও টেকসই অর্থনীতির পিছনে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও কৃষিবিদদের অনন্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হবে। বৃত্তি প্রদানসহ নানাবিধ সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে এগিয়ে আসার জন্য উপাচার্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জনের জন্য অধ্যাপক ড. আহাম্মেদ শামসুল ইসলাম, পেশায় সুখ্যাতি অর্জনের জন্য অধ্যাপক ড. জেড এন তাহমিদা বেগম এবং ব্যাবসায় সফলতা অর্জনের জন্য শেখ কামরুজ্জামানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া, অনুষ্ঠানে বিভাগীয় বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ৫৮জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম (১৯৭৬-১৯৭৯) ট্রাস্ট ফান্ড’ প্রতিষ্ঠিত

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) প্রবীর কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য দাতাদের ধন্যবাদ জানান। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই ট্রাস্ট ফান্ড ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম (১৯৭৬-১৯৭৯)’-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) স্টিকারযুক্ত গাড়ি ছাড়া অন্য যানবাহন ও মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ ছিল।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের সুখ, শান্তি, আনন্দ, সমৃদ্ধি ও অনাবিল মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বলেন, বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ও চিরন্তন প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। আবহমান কাল থেকে বাঙালি জাতি নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করে আসছে। পহেলা বৈশাখ সকল ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, পেশা ও বয়সের মানুষের মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। বাংলা নববর্ষের উৎসব একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উৎসব। নববর্ষের প্রেরণায় বাঙালির মাঝে উদার মানবিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা নতুনভাবে জাগ্রত হয়, মানুষে মানুষে গড়ে ওঠে সাম্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি।

উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অতীতের গ্লানি, দুঃখ, জরা মুছে অসুন্দর ও অশুভকে পেছনে ফেলে নতুন কেতন উড়িয়ে বাংলা নববর্ষ-১৪২৯ সকলের জীবনে আরও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লব প্রসূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশ নবউদ্যোমে আরও এগিয়ে যাবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আরও বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করে বিশ্ববাসীর কাছে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। সাফল্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির এই ধারা নতুন বছরেও অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গণিত বিষয়ক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে ১২দিনব্যাপী ‘Mathematical Epidemiology/Biology’ শীর্ষক এক Scientific Research School (কর্মশালা) শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ এবং ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, স্পেন ও নরওয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গণিত প্রতিষ্ঠান CIMPA যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ০৯ মে ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবন মিলনায়তনে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ঢাকাস্থ ফ্রান্স দূতাবাসের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স মি. গুইলাউমি অদ্রিন দি কেরদ্রেল, এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি মিসেস খুশি কবীর এবং ঈওগচঅ-এর সমন্বয়কারী অধ্যাপক জর্জ মোজো ফার্নান্দেজ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন CIMPA-এর স্থানীয় সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের গবেষকদের মধ্যে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এরকম বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কার্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ দেশে গণিত শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর দেখানো পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে আজ সর্বক্ষেত্রে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে শিক্ষার্থীরা মুক্ত চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই কর্মশালা আয়োজনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ এবং CIMPA কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। গণিতের সঠিক চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান ভিত্তিক একটি উন্নত অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে এবং কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলাসহ বিভিন্ন গবেষণায় এই কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পিউর এন্ড এপ্লাইড ম্যাথমেটিকস বা CIMPA হচ্ছে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, স্পেন ও নরওয়ের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেটি উন্নয়নশীল দেশে গণিত বিষয়ক গবেষণা জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফি-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফি-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফি ছিলেন একজন প্রখ্যাত মৎস্যবিজ্ঞানী এবং নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক। অত্যন্ত বিনয়ী, সজ্জন ও নিষ্ঠাবান এই অধ্যাপক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি বিভাগের অবকাঠামোসহ সার্বিক উন্নয়নে বিপুল অংকের আর্থিক অনুদান প্রদান করে এক মহতী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বাংলাদেশে মৎস্যবিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃৎ এই অধ্যাপক মৎস্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন। মৎস্যবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য গুণী এই অধ্যাপক স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফি গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

(১ম পৃষ্ঠার পর) আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিশ্ব ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীনতা পদকে ভূষিত আবুল মাল আবদুল মুহিত একজন খ্যাতিমান লেখকও ছিলেন। সদা হাস্যোজ্জ্বল, সৎ, সাহসী, সজ্জন, সরল এই বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মৃত্যুতে দেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্য একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং অর্থনীতিবিদকে হারালো। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতিতে অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, আবুল মাল আবদুল মুহিত গত ২৯ এপ্রিল ২০২২ দিবাগত রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

অফিস প্রধানদের সভা

রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকারের সভাপতিত্বে তাঁর দফতরে গত ১২ ই মে ২০২২ অফিস প্রধানদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কাজের মানোন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারে ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়।

এছাড়া, এ জাতীয় সভা নিয়মিতভাবে আয়োজনের ব্যাপারেও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

জহুরুল হক হলের নতুন প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৯ এপ্রিল ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার, ১৯৭৩-এর অন্তর্ভুক্ত ১ম স্ট্যাটিউটস-এর ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী তাঁকে ৩ বছরের জন্য এই নিয়োগ প্রদান করেন।

ফুলবিজু উৎসব উদ্‌যাপিত

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে একটি আধুনিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও চর্চা করতে হবে। এসব ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সর্বজনীন উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন এগুলোর সংরক্ষণ ও বিকাশে সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসতে হবে।

গত ১২ এপ্রিল ২০২২ জগন্নাথ হলে আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ফুলবিজু উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, সংগঠনের সভাপতি রাতুল তংচঙ্গ্যা এবং সাধারণ সম্পাদক নুথোয়াই মার্মা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, উৎসব উপলক্ষ্যে উপাচার্যের নেতৃত্বে জগন্নাথ হল থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। এবছর উৎসবের স্লোগান হলো ‘বৈচিত্রের শক্তিতে বিকশিত হোক জুম ভাষা ও সংস্কৃতি’।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৈসুক, সাংগ্রাই, বিজু, বিষু, চাংক্রান ও বিহু উৎসব উপলক্ষ্যে চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, অহমিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়সহ সকলের সুখ, শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি উৎসবের মানবিক আবেদন রয়েছে। তাৎপর্যময় এই সংস্কৃতিগুলো মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

‘অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা’ শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকাস্থ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ এর যৌথ উদ্যোগে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা’ শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা গত ১২ মে ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

‘লাইব্রেরিজ উইদাউট বর্ডার্স’-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. প্যাট্রিক ভেইল ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা’ শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকাস্থ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ঘ্রোজোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হালিম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

‘লাইব্রেরিজ উইদাউট বর্ডার্স’-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. প্যাট্রিক ভেইল বিশ্বের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, ফ্রান্সভিত্তিক আন্তর্জাতিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান ‘লাইব্রেরিজ উইদাউট বর্ডার্স’ সকলের জন্য তথ্য ও শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশসহ অর্ধশতাধিক দেশে ‘ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্থাটি আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

শহীদুল্লাহ হলে শতবর্ষের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ১৪ মে ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় খেলার মাঠে শতবর্ষের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান হল প্রাঙ্গণে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শহীদ উল্লা খন্দকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন এবং হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বাহাদুর বেপারী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শতবর্ষের মিলনমেলার আনন্দ ভাগাভাগি করতে হলের সকল শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সকলে মিলে আনন্দ ভাগাভাগি করা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি দর্শন। তিনি সকলকে নিয়েই আনন্দ উদ্‌যাপন করতেন, শুধু কষ্ট ভোগ করতেন নিজে এককভাবে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল হলের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা মোকাবেলায় এবং তাদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য বৃত্তি প্রদানসহ কিছু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করতে উপাচার্য হল অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

রেলমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন, এমপি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও স্বনির্ভর দেশে পরিণত করেছেন। দক্ষ, যোগ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে আগামীদিনে হলের প্রতিটি শিক্ষার্থী দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান রচিত ৭৩টি গ্রন্থ গত ১৩ এপ্রিল ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ দ্বিতীয় মেয়াদে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)

(১ম পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের জন্ম তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে, ১৯৫৬ সালে।

গবেষণা, কবিতা ও অনুবাদ মিলিয়ে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত ড. মুহাম্মদ সামাদের গ্রন্থসংখ্যা ৩০টি। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর অর্ধশত গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য গদ্য ও গবেষণাগ্রন্থ : মুজিব আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে নির্বাচিত প্রবন্ধ (সম্পাদনা); আমার কবিতা ভ্রমণ ও অন্যান্য; বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্রমোচনে এনজিওর ভূমিকা; হৃদয়ে শেখ মুজিব (যৌথ সম্পাদনা); Social Service Activities of Religious Institutions in Bangladesh; Participation of the Rural Poor in Government and NGO Programs; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত The Invisible People : Poverty and Resiliency in the Dhaka Slums (Jointly) প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: নির্বাচিত কবিতা; আমি তোমাদের কবি; আমার দুচোখ জলে ভরে যায়; আজ শরতের আকাশে পূর্ণিমা; চলো, তুমুল বৃষ্টিতে ভিজি; পোড়াবে চন্দন কাঠ; আমি নই ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে; একজন রাজনৈতিক নেতার মেনিফেস্টো। তাঁর কবিতা ইংরেজি, চীনা, রুশ, স্প্যানিশ, সুইডিশ, ইতালিয়ান, গ্রিক, সার্বিয়ান, হিন্দি, সিনহালি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

অনূদিত কাব্যগ্রন্থ: সাত দেশের কবিতা (সিটি আনন্দ-আলো পুরস্কারপ্রাপ্ত) ও টমাস ট্রান্সট্রয়মারের কবিতা (যৌথ)।

মুহাম্মদ সামাদ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং চীনের সাহিত্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রি ট্রান্সলেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (আইপিটিআরসি)’ ও ‘গ্রিক একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস’ কর্তৃক ঘোষিত বিশ্বের ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রাইজেস ২০১৮: ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট পোয়েট লাভ করেন। এছাড়া সিটি আনন্দ-আলো পুরস্কার, কবিতালাপ পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গের কবি বিষ্ণু দে পুরস্কার ও প্রথম অলো পুরস্কারসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

একজন সমাজ-গবেষক, ধীমান শিক্ষাবিদ ও বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কবি হিসেবে ড. মুহাম্মদ সামাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, ইতালি, ভ্যাটিক্যান সিটি, গ্রিস, তুরস্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম সফর করেন।

শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ, মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং মালয়েশিয়ার টেলর’স ইউনিভার্সিটির মধ্যে গত ১১ এপ্রিল ২০২২ একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মো. গোলাম সারওয়ার এবং টেলর’স ইউনিভার্সিটির সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের এক্সিকিউটিভ ডিন অধ্যাপক ড. নিথিআনন্দন আরি রাগাভান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ভার্চুয়ালি এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ এবং মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ খোরশেদ এ. খস্তগীর সংযুক্ত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং মালয়েশিয়ার টেলর’স ইউনিভার্সিটি শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করবে। বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা ও গবেষকদের সমন্বয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্স এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি পরিচালিত হবে। এছাড়া, বিভিন্ন বিষয়ে তারা যৌথভাবে সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটি’র সঙ্গে ঢাবি’র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটি’র মধ্যে গত ১২ এপ্রিল ২০২২ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটি’র প্রেসিডেন্ট ড. মার্ক রুডিন নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটি’র বিজনেস কলেজের ডিন অধ্যাপক ড. মারিও হায়াক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেক্সাস এ এন্ড এম ইউনিভার্সিটি ব্যবসা, বাণিজ্য, উদ্যোক্তা ও পর্যটনসহ বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই দু’ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময় এবং শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রকাশনা ও তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান করবে। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে।

ঢাবি ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ঢাবি ও এবিএফ-এর মধ্যে পৃথক দু’টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের আঘাতজনিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের এবিএফ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির মধ্যে গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ পৃথক দু’টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, আইএলও-এর অফিসার ইন চার্জ মারি লা রোজা এবং এবিএফ-এর কোম্পানি সেক্রেটারি মি. পল লিস্টার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত মি. ফ্রান্সিসকো বেনিতেজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের পরিচালক ড. দিলারা জাহিদ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, আইএলও এবং এবিএফ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে তারা যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করবে। এছাড়া, তারা গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে।

ঢাবি, টেলর’স ইউনিভার্সিটি এবং মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

'মানবতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ০৮ মে ২০২২ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, রবীন্দ্রনাথের রচনার শক্তিশালী উপাদান হলো আধুনিকতা ও সমকালীনতা। তিনি সর্বদা মানবতার জয়গান গেয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত হয়ে মানবতার সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিশীল কাজ, চিন্তাভাবনা ও দর্শন বর্তমান বিশ্বেও প্রাসঙ্গিক।

উপাচার্য বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন এবং সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা বলেছিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালি জাতিকে তিনি মুক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এবং বিশ্বকবির আদর্শ অনুসরণ করে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী মানবতার বিভিন্ন সংকট ও উত্তরণের উপায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা, ভাবনা ও দর্শন তুলে ধরেন।

আলোচনা পর্ব শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

ঢাবি এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে গত ১০ মে ২০২২ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাকী নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. দিদার-উল-আলম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি সুবিধা এবং বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করবে। এই দু'বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে দেশে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা আরও জোরদার হবে এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনেও এই উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শহীদুল হক মুন্সী ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে 'শহীদুল হক মুন্সী ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শহীদুল হক মুন্সী ১৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ১১ মে ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ফেরদৌস হোসেন, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কিছু অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, মহান মুজিববর্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মেধাবী অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় আনা। সে প্রয়াসের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হচ্ছে। এই উদ্যোগে শামিল হয়ে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য উপাচার্য দাতাকে ধন্যবাদ দেন।

অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে 'অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাবি লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দা লাসনা কবীর তার মায়ের নামে এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১২ এপ্রিল ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন। এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুনের সহপাঠী খালেদা বানু রহমান ও দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের বিএসএস (সম্মান)-এর একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী এবং এমএসএস শ্রেণির একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে 'অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য দাতা অধ্যাপক ড. সৈয়দা লাসনা কবীরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. রাবেয়া খাতুন বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০২১ সালের ১৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুবরণ করেন।

'রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম (১৯৭৬-১৯৭৯) ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম (১৯৭৬-১৯৭৯) ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান সতীর্থ ফোরাম (১৯৭৬-১৯৭৯)'-এর পক্ষে অধ্যাপক মো. ফেরদৌস হোসেন এবং খায়রুজ্জামান হীরা ১৭ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, সতীর্থ ফোরামের প্রতিনিধি রোকেয়া হোসেন রুবি, নায়ার সুলতানা স্বপ্না, মো. মিজানুর রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে গত ২০ এপ্রিল ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার মিলনায়তনে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদ আহমেদ "চিকিৎসকদের শপথ ও সেবাদানের নীতিমালা - প্রেক্ষাপট কোভিড-১৯" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ এবং সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দীন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫